# 209517 - যে ব্যক্তির ডানহাত প্লাস্টার করা তিনি কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবেন ও নামায আদায় করবেন?

প্রশ্ন

দ্বীনের ফরয আমলগুলো যেমন- ওযু ও নামায কিভাবে পালন করা সম্ভবপর হবে; যার ডান হাত ভাঙ্গা ও প্লাস্টার করা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যে ব্যক্তি তার ডান হাত নাড়াতে পারেন না ও ইবাদতের জন্য ব্যবহার করতে পারেন না তার নিম্নোক্ত শরয়ি বিধিগুলো মেনে চলতে সচেষ্ট থাকা আবশ্যকীয়:

এক: ডান হাত ভাঙ্গার কারণে ওযু ও গোসলের বিধান মওকুফ হবে না। কারণ তিনি বাম হাত ব্যবহার করতে পারেন, পানি নেয়ার ক্ষেত্রে বাম হাতের সহযোগিতা নিতে পারেন এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্য ধোয়া ফরয এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি পৌঁছাতে পারেন। তিনি ধীরস্থিরে পবিত্রতা অর্জনে সচেষ্ট থাকবেন; যাতে করে পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন নিশ্চিত হতে পারেন।

দুই: ওযু বা গোসলের ক্ষেত্রে যখন প্লাস্টারকৃত ডান হাতের পালা আসবে তখন আপনি শুধু সে হাতের ওপর হালকাভাবে মাসহে করলেই চলবে; এতে প্লাস্টারের কোন ক্ষতি হবে না। মাসহে শুধু একবার করাই যথেষ্ট; ধৌত করার মত একাধিক বার নয়। এভাবে, ইনশাআল্লাহ্ সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জিত হবে। তবে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী যে, যদি ডান হাতের আঙ্গুলগুলো কিংবা কনুই প্লাস্টারের বাইরে থাকে তাহলে সেগুলো অবশ্যই ধৌত করতে হবে। প্লাস্টারের নীচে যে অংশ ঢাকা পড়ে আছে শুধু সে অংশ ছাড়া অন্য কিছু মাসহে করা বৈধ হবে না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

কখনও কখনও এমন হয় যে, প্লাস্টার হাতের তালুতে থাকে; আর আঙ্গুলগুলো খোলা থাকে। সেক্ষেত্রে আঙ্গুলগুলো ধৌত করা ও প্লাস্টারের ওপর মাসহে করা আবশ্যকীয়। অনুরূপভাবে পায়ের ক্ষেত্রে পায়ের আঙ্গুলগুলো খোলা থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনি আঙ্গুলগুলো ধৌত করুন এবং প্লাস্টারের ওপর মাসহে করুন।[আল-লিকা আস-শাহরি, শামলো (২৭/৬১)]

ইতপিূর্বে 69796 নং, 148062 নং ও 163853 নং প্রশ্নোত্তরে প্লাস্টাররে হুকুম বস্তিারতিভাবে আলোচতি হয়ছে।

তনি: নামাযে ডান হাতরে কর্ম নম্নিোক্ত বষিয়রে মধ্যে সীমাবদ্ধ:

১. চারবার তাকবীর দয়োর সময় হাত উত্তোলন করা (তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া, রুকু থকেে দাঁড়ানো ও মধ্যবর্তী বঠৈক থকেে উঠার সময়)।

২. দাঁড়ানো অবস্থায় বাম হাতরে উপর ডান হাত রাখা।

৩. সজেদাতে যাওয়ার সময় ভর করা।

৪. বসা অবস্থায় উরুর উপর রাখা।

৫. তাশাহ্হুদ পড়াকালে তর্জনী আঙ্গুল দয়িে ইশারা করা।

এ স্থানগুলোতে আপনি সক্ষম হলে প্লাস্টারকৃত ডান হাত নাড়াবনে এবং এ আমলগুলো আদায় করবনে; আর এটাই হচ্ছে উত্তম। যদি পরপিূর্ণভাবে নাড়াতে সক্ষম না হন তাহলে যতটুকু নাড়াতে পারনে ততটুকু করবনে। যদি আপনি একবোরে অক্ষম হন তাতওে কোন অসুবধিা নইে। এ আমলগুলো আপনি শুধু বাম হাত দয়িে পালন করবনে; শুধু তাশাহ্হুদরে ইশারাটা ব্যতীত। কারণ এ ইশারা কবেল ডান হাতইে করতে হয়।

পূর্বোক্ত আলোচনার সপক্ষে শরয়ি দলিল হচ্ছে—ফকিাহশাস্ত্ররে দুটো সাধারণ নীতি; যে নীতদ্বিয়রে পক্ষে কুরআন ও সহহি সুন্নাহর দশ দশ দলিলরে সাক্ষ্য রয়ছে।

প্রথম নীতটিি হচ্ছে: المشقة تجلب التيسير (কাঠন্যি সহজায়ন আন)। এর সপক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন দায়ত্বি চাপয়িে দনে না যা তার সাধ্যাতীত)[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬]

দ্বতিীয় নীতটিি হচ্ছে- الميسور لا يسقط بالمعسور (কষ্টসাধ্য সহজসাধ্যকে মওকুফ করে না)। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (অনুবাদ: তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর)[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] এটি একটি মহান নীতি। এ নীতি সম্পর্কে আলমেগণ বলনে: "এটি এত ব্যাপক একটি নীতি; যতদনি শরয়িতরে মৌলকি বধিানগুলো কায়মে থাকবে ততদনি এটি ভুলে যাওয়া যাবে না"[সূয়ূতী-এর 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়রে' (পৃষ্ঠা-২৯৩)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে:

"নর্দিশেতি আমলগুলো সাধ্য ও সক্ষমতার শর্তযুক্ত—এর উদাহরণ শরয়িতে ভরপুর। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম ইমরান বনি হুসাইন (রাঃ) কে বলনে: তুমি দাঁড়য়িে নামায আদায় কর, যদি তা না পার তাহলে বসে বসে আদায় কর, যদি সটোও না পার তাহলে শুয়ে শুয়ে আদায় কর।"[সহহি বুখারী (১১১৭)]

মুসলমানগণ এ মর্মে একমত য, নামাযী যদি নামাযরে কছিু ওয়াজবি পালনে অক্ষম হন; যমেন- দাঁড়ানো, ক্বরিাত পড়া, রুকু করা, সজিদা করা, সতর ঢাকা, কবিলামুখী হওয়া কংিবা অন্য কোন ওয়াজবি—তাহলে সে যা পালন করতে অক্ষম সটো তার উপর থকেে মওকুফ হব। তার উপর সটো পালন করা ওয়াজবি যটো পালন করার সে দৃঢ় সদ্ধিান্ত নয়িছে এবং সটো পালন করার সাধ্য তার রয়ছে। বরং জনেে রাখা উচতি য, শরয়ি নর্দিশে ও নষিধেরে ক্ষত্রেে সামর্থ্য থাকার য শর্ত রয়ছে সে ক্ষত্রেে শরয়িতপ্রণতো ক্ষতসিমতে সামর্থ্য থাকাকে বুঝাননি। বরং বান্দার যদি আমল করার সক্ষমতা থাক; কন্তিু এতে তার কছিু ক্ষতি সাধতি হয়; এমন সক্ষমতাকে শরয়িতরে অনকে আমলরে ক্ষত্রেে অক্ষমতা হসিবেে গণ্য করা হয়ছে; উদাহরণতঃ—পানি দয়িে পবত্রিতা অর্জন করা, রোগ নয়িে রোযা রাখা, দাঁড়য়িে দাঁড়য়িে নামায পড়া ইত্যাদি। সটো আল্লাহ তাআলার এ বাণী বাস্তবায়নার্থে: "আল্লাহ্ তোমাদরে জন্য সহজ করতে চান; তনিি তোমাদরে জন্য কঠনি করতে চান না" এবং তাঁর এ বাণীর বাস্তবায়নার্থে: "দ্বীনি ক্ষত্রেে তনিি তোমাদরে ওপর কাঠন্যি আরোপ করনেনি"। এবং তাঁর এ বাণীরও বাস্তবায়নার্থে: "আল্লাহ্ তোমাদরে ওপর কাঠন্যি আরোপ করতে চান না"। এবং সহহি বুখারীতে আনাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে য, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "তোমরা সহজকারীরূপে প্ররেতি হয়ছে; কাঠন্যি আরোপকারী হসিবেে নয়।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৪৩৮-৪৩৯)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।